সত্যের প্রকাশ

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহঃ)

মুমিন হচ্ছে সূর্যের মতো। তার আলো নোংরা জায়গাতে যেমন পড়ে, তেমনি আবার গোলাপের পাপড়ির ওপরও পড়ে। মুমিনের চরিত্র হচ্ছে নিষ্কলুষ, সকলের সঙ্গেই সে সদ্ব্যবহার করবে।

সূফী

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক একটি সংকলন

পৌষ ১৪২১, ডিসেম্বর ২০১৪, সফর ১৪৩৬

** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ প্রণীত হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরির (রহঃ) সঙ্গে ধর্ম ও দর্শনকেন্দ্রিক কথোপকথন "সংলাপ সমগ্র" গ্রন্থটি পুনরায় ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক সংকলন 'সূফী'-তে ধারাবাহিক ছাপা হচ্ছে। তাঁর (প্রফেসর হারুন-উর-রশিদ) সদয় অনুমতি নিয়েই আপনাদের সামনে আবার 'সংলাপ'গুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। **

আয়োজন পূর্ণ করো, রাজা আসবেন

মতিন : আমার পাশের বাড়িটা আমার বসার ঘরের লাগোয়া। সেদিন শুনলাম আমার প্রতিবেশী ভদ্রলোক নামাজ শেষে মুনাজাত করছেন– 'হে আল্লাহ আমি তোকে এতো ডাকি অথচ তুই আমার ডাক শুনিস না'। আমি এ মুনাজাত শুনে হাসলাম ঠিকই কিন্তু হুজুর প্রশ্নটা আমাদের অনেকেরই। আমাদের ডাক তাঁর কানে পৌঁছায় বলে তো মনে হয় না।

গুরু : দেখো তুমি কিন্তু ডাকছো এমন একটা সত্তাকে যিনি সব কিছু জানেন। সব কিছু দেখেন এবং সবকিছু শোনেন। একথা বিশ্বাস না করলে তো তোমার ইমানই নেই বলতে হবে। সুতরাং একই যুক্তির আলোকে তোমাকে স্বীকার করতেই হবে তোমার ডাক তাঁর জানার বা শোনার অতীত নয়।

মতিন : তাহলে গোলমালটা ঠিক কোথায় হুজুর?

গুরু : তাহলে এবার তোমাকে তাকাতে হবে তোমার নিজের দিকে। তুমি যে ডাকছো সে ডাকার পূর্বশর্তগুলো তুমি পালন করছো কিনা।

মতিন : আল্লাহকে ডাকবো তার আবার পূর্বশর্ত কী?

গুরু : বারে, দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ফরিয়াদ জানাতে গেলেও তো অন্তত নিজের সাধ্যমতো সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ পরে যাও। তা আল্লাহ তো তোমার কাপড়-চোপড় দেখেন না, দেখেন তোমার অন্তরের পবিত্রতাকে। অন্তরের পবিত্রতা ছাড়া তাঁকে ডেকে তো কোনো লাভ নেই। সে ডাক তিনি শুনবেন হয়তো, কিন্তু সাড়া দেবেন এমনটা আশা করি না।

মতিন : আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের আচরণের কোন কোন দিক এ পবিত্রতাকে ক্ষুণ্ন করে?

গুরু : দেখো, পবিত্রতা হচ্ছে একটা অবস্থার নাম যাতে রয়েছে একটা সংহতি এবং সুন্দর ভারসাম্য। ভেতর আর বাইরের ভারসাম্য– অন্তর এবং বাহিরের সংহতি। এবার দেখো জীবনের কোন কোন আচরণ এ সংহতিকে বিনষ্ট করে। প্রথমত তুমি যখন মিথ্যা বলছো তখনই তোমার ভেতর আর বাইরের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। মুখে একটা বলছো, অন্তর বলছে অন্য কথা– এরই নাম তো মিথ্যা। মিথ্যা মানুষকে বাইরের সমৃদ্ধি দিতে পারে– বাইরের জীবনকে চটকদার করতে পারে, কিন্তু এটা হয় এক ধরনের প্রতারণা– শুধু অন্যের সঙ্গে নয় নিজের সঙ্গেও। আর এ মিথ্যার একটা প্রবল আকর্ষণ আছে– যে কোনো পাপই মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই পাপ মাত্রই মানুষকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। এর একটা কারণ এই যে, মানুষের দেহটা তো একটা জীবদেহ– পশুর সঙ্গে তার নানা ধরনের মিল রয়েছে। তার মধ্যে প্রবৃত্তির তাড়না প্রবল। একেই আমরা নফসে আম্মারা বলি। বাকি ৫টি নফস একে নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে, যদি এগুলোকে চর্চার মাধ্যমে জাগিয়ে তোলা যায়। কিন্তু নফসে আম্মারাকে জাগিয়ে তুলতে হয় না। দুগ্ধপোষ্য শিশুর দিকে তাকালেও বুঝবে এ নফসটি তার মধ্যেও সক্রিয়। সে জন্য প্রতিটি ধর্মেই সাধনা আছে। আর সে সাধনা হচ্ছে মূলত এ নফসটিকে বশে আনার জন্য। সুতরাং ঐ যে ভেতর আর বাইরের সংহতির কথা বলছিলাম সেটা অর্জন করতে হলে চাই বাইরের জীবনটাকে ভেতরের জীবনের সঙ্গে সমন্বিত করা– এক সুরে গাঁথা।

মতিন : আমাদের আচরণের আর কোন কোন দিক এ ভারসাম্যকে বিনষ্ট করে হুজুর?

গুরু : দেখো সুরা হুজুরাত-এ আল্লাহ মুমিনদের প্রতি কিছু উপদেশ দিচ্ছেন। ভুলে যেও না আল্লাহ সম্বোধন করছেন মুমিনদের– মুসলমানদের নয়। আল্লাহ বলেছেন– ইয়া আইউহাল্লাজি-না আ-মানু-লা ইয়াসখার কাওমুম মিন কাওমিন আসা– আইয়াকুনু খাইরাম মিনহুম ওয়ালা নিসা-য়ুম মিন নিসা-ইন আসা– আইয়াকুন্না খাইরাম মিনহুন্না ওয়ালা তালমিযু আনফুসাকুম ওয়ালা তানাবাযু বিল আলক্বাব; বি'সাল ইসমুল ফুসু-কু বা'দাল ই-মানি ওয়া মাল্লাম ইয়াতুব ফাউলা–ইকা হুমুজ্জোয়ালিমুন। অর্থাৎ মুমিনগণ কেউ যেন একে অপরকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা ভালো হতে পারে এবং কোনো নারী যেন অন্য নারীকে উপহাস না করে। কেননা সে উপহাসকারিণীর চেয়ে ভালো হতে পারে। তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ ইমান আনার পর তাকে মন্দ নামে ডাকা গুনাহ। যারা এ ধরনের কাজ থেকে তওবা না করে তারাই জালিম।

মুমিনরা একে অপরের ভাই। সুতরাং তারা নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনে কী কী সাবধানতা অবলম্বন করবে সে সম্পর্কেই বলা হচ্ছে এখানে। প্রথমত একে অন্যকে নিয়ে ঠাট্টা মশকরা বা উপহাস করবে না। দ্বিতীয়ত কেউ কাউকে খোঁচা দিয়ে কথা বলবে না যা এক ধরনের ইচ্ছাকৃত দোষারোপ। তৃতীয়ত কেউ কারো নাম বিকৃত করবে না।

এর পরের আয়াতটি নিজেই খুলে দেখে নাও। সেখানেও আরো তিনটি মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ করার কথা বলা হচ্ছে।

মতিন : হুজুর, সে তিনটি মন্দ অভ্যাস কী?

গুরু : সেখানে বলা হচ্ছে কাউকে সন্দেহ করবে না; কারো ছিদ্র অন্বেষণ করবে না এবং কারো গিবত করবে না। কারো পশ্চাতে তার নিন্দা করাকে গিবত বলে এবং আল্লাহ এর প্রতি অত্যন্ত কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করছেন। বলা হচ্ছে যে গিবত করলো সে যেন তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করলো। হাদিসেও একই কঠিন সুরে বলা হচ্ছে গিবত হচ্ছে জেনাহর চেয়ে ঘৃণিত অপরাধ। এখন নিজেদের জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখো আমরা নিজেরা এ ছটি অপরাধ থেকে মুক্ত কিনা। আমরা অন্যকে নিয়ে উপহাস করি, অন্যকে খোঁচা দিয়ে কথা বলি, অন্যের নাম বিকৃত করি, অন্যকে সন্দেহ করি, অন্যের ছিদ্র অন্বেষণ করি এবং অন্যের পশ্চাতে তার নিন্দা করি– এখন বলো এ কাজগুলো করার ফলে আমাদের মুখ এবং অন্তর অপবিত্র হলো কিনা। মানুষের মনটা তো মসজিদের মতো পবিত্র– মন্দির-গির্জার মতোই নিষ্কলঙ্ক। সেই স্থানটিকে অপবিত্র করে সেখানে বসে যদি সেই পবিত্র স্থানের আরাধ্যকে পেতে চাই তাহলে তোমার আমার আরাধ্য কি সেখানে আসবেন। মুমিনের ক্বালব হচ্ছে আল্লাহর আরশ। সেই আরশটিকে যদি প্রতি পলে নিজের আচরণ দিয়ে অপবিত্র করি তাহলে সে আরশের অধিপতি আমার অন্তরে কেন আসবেন– আর কেনই বা আমার ডাক তাঁর অন্তরে পৌঁছবে? দেখো মতিন, আল্লাহ আমাদের বাইরের আদল, বেশভূষা, দাড়ি-টুপি দেখেন না। দেখেন অন্তরকে। দেখেন তাঁর নিজের আরশটিকে আমরা ঠিকমতো সাজিয়েছি কিনা। সেটা তাঁর বসবার উপযুক্ত হয়েছে কিনা। আসনটিকে সুন্দর করে সাজাও– দেখবে তোমার আয়োজন পূর্ণ হলেই তিনি এসে আসন গ্রহণ করবেন। আর তখন দেখবে তুমি নও, তোমার মাধ্যমে তিনিই কথা বলছেন। ডেকে ডেকে আকুল হয়ে এখানে সেখানে খুঁজছো যাকে তিনি তো তোমার মাঝেই আসন পেতে বসে আছেন। একবার নিজের মধ্যে ডুব দিয়ে দেখোই না। কাকে দেখতে পাও সেখানে। ■

স্মরণে হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহ.)

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

শরিয়তহীন তরিকত দেহহীন প্রাণের মতো, অন্যদিকে তরিকতহীন শরিয়ত প্রাণহীন দেহের মতো। এ দুয়ের সার্থক সমন্বয় না হলে তাঁর মতে কোনো আধ্যাত্মিক সাধনাই অসম্ভব– অন্তত এমন আধ্যাত্মিক সাধনা সম্ভব নয় যা স্রষ্টার সান্নিধ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

একটি উদাহরণ দিলেই সম্ভবত ব্যাপারটা সহজে বোধগম্য হবে। শরিয়তের একটি বিধান হচ্ছে ওজু করা– কারণ ওজু ছাড়া নামাজ হয় না। কিন্তু এ বিধানটিকে আক্ষরিক অর্থে নিয়ে কেউ যদি এর নিয়মনীতি পালন করে মনে করে আমি নামাজ আদায় করার উপযুক্ত হলাম তাহলে ভুল করা হবে। কারণ নিয়মনীতি পালন করাটা শরিয়ত কিন্তু ওজুর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে পবিত্রতা অর্জন। সে পবিত্রতা শ্রমের বিনিময়ে অর্জনেরও বিষয় নয়। পবিত্রতা আল্লাহর দান– আল্লাহর রহমত ছাড়া পবিত্রতা কেউ অর্জন করতে পারে না। ওজু হচ্ছে একটা প্রাথমিক শর্ত যা পালন করলে মানুষ পবিত্রতা কামনা করার যোগ্যতা অর্জন করে। সুতরাং ওজুর একটা দেহ আছে এবং একটা আত্মা আছে।

ওজুর দেহটা মানুষের চেষ্টার বলে অর্জন করা সম্ভব– কিন্তু ওজুর আত্মা চেষ্টা করলেই অর্জন করা যাবে এমন কথা নিশ্চিতভাবে কেউই বলতে পারে না। বেশির ভাগ নামাজি ওজু করলেই পবিত্রতা অর্জিত হলো মনে করে। কিন্তু তারা এ কথা সজ্ঞানে উপলব্ধি করে না যে, এই দৈহিক কসরত মানুষকে পরমাত্মার বাহির দুয়ারে পৌঁছে দেয়– সে দুয়ারে প্রবেশের অধিকার দেয় না। ওজুর মাধ্যমে সে কেবল প্রবেশাধিকার প্রার্থনা করার অধিকার লাভ করে মাত্র। যে চাবি পেলে সে দুয়ার অবারিত হবে– সে চাবির নাম হচ্ছে পবিত্রতা। সে জন্যই বলা হয়েছে 'আত্তেহারাতো মেফতাহুল জান্নাত' পবিত্রতা হচ্ছে বেহেশতের কুঞ্জি বা চাবি।

এই দেহ এবং আত্মার পারস্পরিক সম্পর্কের এই যে অবিচ্ছেদ্যতা এবং এই যে সুন্দর ভারসাম্য- সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরির আধ্যাত্মিক দর্শনের এটাই হচ্ছে প্রধানতম দিক। এটা বুঝতে না পারলে তাঁর দর্শনের কোনো কিছুরই সঠিক মর্ম উপলব্ধি করা যাবে না।

হুজুর জৌনপুরি তিনটি জিনিসকে সদবৃত্তির অপরিহার্য অঙ্গ বলে অভিহিত করেছেন– পবিত্রতার অভিলাষ, স্রষ্টার স্মরণ এবং নৈকট্যের বাসনা। এ জন্যই তাঁর সিলসিলা যা হযরত শাহ কারামত আলী জৌনপুরির রহ.) পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে মদিনা মুনাওয়ারা থেকে এসেছে– তার দাওয়াত দিয়ে ভক্তদের তিনি তিনটি জিনিস আমল করার জন্য বিশেষ জোর দিয়ে থাকেন। তিনি সব সময় ওজু রাখতে বলেন, পাস-আনফাসের মাধ্যমে প্রতি পলে আল্লাহর জিকির করতে বলেন এবং গভীর রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে বলেন। কেউ যদি রাসুলের প্রেমে মগ্ন হয়ে এ তিনটি জিনিস আমল করে তাহলে আল্লাহর রহমতে সে মানুষের জীবন হবে শান্তির– জীবন এবং ধর্মের মাঝে তখন আর কোনো ব্যবধান থাকবে না। হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ বলেন যে, প্রেম এবং চরিত্র দুটো এমন জিনিস যা কোনো অধীত বিদ্যার বিষয় নয়। পুঁথিগত বিদ্যা থেকে মানুষ প্রেম শেখে না– ঠিক এমনিভাবে বই পড়ে মানুষ চরিত্রবান হতে পারে না। প্রেম যেমন ঝর্ণার মতো উৎসারিত হয় প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যে এসে, চরিত্রও তেমনি মানুষ অর্জন করে চরিত্রবানের সান্নিধ্যে এসে। আর এখানেই রয়েছে মানুষের জন্য তার প্রতিবেশ এবং পরিবেশের গুরুত্ব। এজন্য হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি বলেন, 'মানুষ যার সান্নিধ্যে যতো বেশি আসবে তারই দ্বারা তার চরিত্র প্রভাবিত হবে সবচেয়ে বেশি'।

জীবনদর্শন

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে জীবনদর্শনের যে জগত নির্মাণ করেছেন তাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। রহস্যলোক, অনন্তলোক এবং জড়লোক– এ তিনটি ভাগে জীবনকে তিনি দেখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর জীবন-দর্শনের একেবারে শীর্ষে রয়েছে রহস্যলোক। একে রহস্যলোক বলা যায় এ জন্য যে এর সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানা নেই। এ রহস্যলোক মানুষের উপলব্ধির বাইরে এমন একটা ভয়াবহ শূন্যতা যার স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে কুরআনও মানুষকে বারণ করেছে। এ অবস্থাটা হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্ববর্তী পর্যায়। একেই ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহর যাত বলা হয়। এখানে স্রষ্টা যে কেবল নিরাকার তাই নয়– স্রষ্টা এখানে আদিঅন্তহীন একটি শূন্যতা। স্থান-কালের মানদণ্ড শাসিত মানবিক বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে এ শূন্যতাকে উপলব্ধি করা যায় না।

দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে অনন্তলোক যা এই জগতের বাইরে একটি অস্তিত্ব এবং স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দৃষ্টির অগোচর। বেহেশত, দোজখ, ফেরেশতা, শেষ বিচার– ইত্যাদি সবই এই অনন্তলোকের পরিমণ্ডলে রয়েছে।

আর তৃতীয় স্তরে রয়েছে জড়জগৎ যার মধ্যে জাহের বাতেন দুই-ই রয়েছে। এর সামান্য অংশকে আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি। বাকিটা আমাদের চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা যায় না। জিন, ফেরেশতা ইত্যাদি মখলুকও এর মধ্যে রয়েছে।

হযরত রশীদ আহমদ জৌনপুরি এ তিনটি অংশকে পৃথক করে দেখেন না। এ তিনটি অংশ মিলে যে মহাজীবন তা একটা অন্তহীন প্রবাহের মতো– মানুষ সে প্রবাহে ভেসে চলেছে। এ মহাপ্রবাহে মানুষ একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ হলেও এ বিরাট আয়োজন মানুষেরই জন্য। এ দাবি কি মানুষের অহঙ্কার, আত্মাভিমান? নাকি এ দাবির পেছনে যাথার্থ রয়েছে? লক্ষ করলে দেখা যাবে অনন্তলোক এবং জড়লোক দুটোই সৃষ্টির পরিমণ্ডলে রয়েছে- দুটোই মখলুক। যাত এবং মখলুক দুটো সম্পূর্ণ পৃথক ধারণা। কিন্তু দুয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন রচিত হয়েছে আমাদের নবী করিম হযরত মুহম্মদের (সা:) মাধ্যমে। আল্লাহর যাত– যা একদিন ছিল অনস্তিত্ব, যা ছিল আদিঅন্তহীন, সময়হীন, উপলব্ধির অতীত একটি মহাশূন্যতা– তা নিজেকে দেখতে চাইলো। নিজেই নিজের প্রেমে মুগ্ধ বিধাতা সৃষ্টি করলেন একটি নূর– আর সে নূর তাওয়াফ করলো রহস্যলোকে আরশে মোয়াল্লাকে পাঁচ হাজার বছর ধরে। সে নূরের মধ্য থেকে উত্থিত হলো একটি ধ্বনি, আল-হামদ। এ নূরই নূরে মুহম্মদি। বিমুগ্ধ স্রষ্টা ঐ নূরে মুহম্মদির প্রেমে পড়েই উচ্চারণ করলেন 'হও' এবং সে শব্দ অনস্তিত্বের বুক থেকে শূন্যতাকে নিয়ে এলো অস্তিত্বের পরিমণ্ডলে। সমস্ত মখলুক আলোকিত হলো নূরে মুহম্মদির পবিত্র আভায়। যাত এবং মখলুকের সেতুবন্ধন রচনা করলেন স্রষ্টারই প্রিয়তম অনুভূতি নূরে মুহম্মদি। সৃষ্টির পরিমণ্ডলে প্রকাশিত স্রষ্টা নিজের গুণকে ছড়িয়ে দিলেন অন্তহীন সুন্দর নামের আড়ালে।

আমরা আল্লাহর ৯৯টি নামের কথা বলি। ৯৯– এ সংখ্যাটি ইনফিনিটি জ্ঞাপন করে, কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা জ্ঞাপন করে না। আল্লাহর গুণ যা ছিল তা শত-সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে সৃষ্টিতে প্রতিভাত হলো। সৃষ্টির পরিমণ্ডলে মাটির পুতুলের মধ্যে নিজের যাতকে ফুঁকে দিয়ে মানুষকে স্রষ্টা বললেন– আমার মতো হও, আমার রঙে নিজেকে রাঙাও। কিন্তু মানুষ এ গুণকে তার সমগ্রতায় কখনই পেতে পারে না। মানুষের চেহারা যেমন অনন্য, মানুষের প্রতিটি আঙুলের ছাপ যেমন অনন্য– সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশিত গুণের খণ্ডাংশও তেমনি অনন্য। কিন্তু সৃষ্টির পরিমণ্ডলে আল্লাহর গুণকে তাঁর সমগ্রতায় দেখতে চাইলে, কুরআন বলছে– দেখতে হবে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। এ অর্থেই হুজুর পাকের (সা:) হাতকে আল্লাহ নিজের হাত বলেন।

(এরপর পৃষ্ঠা ৩)

স্মরণে হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহ.)

এ অর্থেই হুজুর পাক (সা:) যখন বলেন, 'যারা আমাকে দেখেছে তারা আল্লাহকে দেখেছে' তখন তার অন্তর্নিহিত অর্থ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ অর্থেই হুজুর পাক (সা:) আমাদের সামনে 'উসওয়াতুন হাসানা'।

হযরত রশীদ আহমদ মানুষের সামাজিক অবস্থান নিয়েও কিছু কথা বলেছেন। মানুষ সর্বতোভাবে সামাজিক জীব। পরিবার, প্রতিবেশ এবং সমাজের প্রতি তার কর্তব্যকে সে অস্বীকার করতে পারে না। এ কর্তব্য যথাযথ পালন করাও এবাদত। একজন সাধকের প্রতিটি পার্থিব কাজই এবাদত যদি সে কাজের উদ্দেশ্য হয় মানব-প্রেম এবং মানব মঙ্গল। মানুষ সমাজে থেকে তার দায়িত্বকে অস্বীকার করতে পারে না। সে জন্যই শরিয়ত বা ধর্মের জাহেরি অনুশাসন মেনে চলা তার জন্য এমন গুরুত্বপূর্ণ। হযরত রশীদ আহমদ বলেন, 'যে শরিয়ত মানে না তার জন্য কোনো তরিকতও হতে পারে না।' আধ্যাত্মিক সাধনার প্রথম শর্তই হচ্ছে শরিয়তের বিধিবিধানসমূহ পরিপূর্ণভাবে পালন। এজন্যই বিধান অনুযায়ী নামাজ রোজা না করে যারা কেবল লম্বা চুল রেখে সারিন্দা বাজায় তেমন সাধকের কোনো স্থান নেই তাঁর কাছে। তিনি বলেন যে, যার জীবন কুরআন সুন্নাহর অনুশাসন দ্বারা চালিত নয় তার পক্ষে আধ্যাত্মিক সাধনা করা সম্ভব নয়। আমাদের দেখতে হবে হযরত মুহম্মদ (সা:)-এর জীবনের দিকে। তাঁর জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনকে মিলিয়ে নিতে হবে। তারপর জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাস উৎসর্গ করতে হবে পরমাত্মার জন্য। এ উৎসর্গ করতে গিয়ে জীবনের পথেও কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। আধ্যাত্মিক সাধনার প্রথম শর্তই হচ্ছে হালাল রুজি এবং সত্য-কথন। এ দুটি জিনিস যার ঠিক নেই তার পক্ষে এ পথে আসাই উচিত নয়।

শিক্ষার মূলনীতি

তাঁর শিক্ষার মূলনীতিগুলো কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রচিত। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন– জীবনকে অস্বীকার করে কোনো জীবন নেই। অবিনশ্বর জীবন লাভ করতে হলে এ নশ্বর জীবনকে পরিপূর্ণভাবে যাপন করতে হবে। আর সে জীবন হবে রাসুলে পাকের (সা:) ইহলোকে যাপিত জীবনের হুবহু অনুকরণ। আর সেটাই হবে কুরআনের আলোকে নির্মিত জীবন– কারণ কুরআনই বলেছে রাসুলে পাক (সা:) হচ্ছেন- উসওয়াতুন হাসানা বা উত্তম আদর্শ। তিনি আমাদের সকলকে ইলমে তাসাউফের দীক্ষা নিতে বলেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে ইলমে তাসাউফ ছাড়া ইসলাম হয় না। ইসলাম হচ্ছে শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফত– এ চারটি জিনিসের সমন্বিত রূপ। এর কোনো একটি বাদ দিয়ে কেউ পরমাত্মার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। হাকিকত বা সত্যের পথে চলতে হলে ধর্মের জাহির ও বাতিন দুটোকেই সমানভাবে জানতে হবে এবং আমল করতে হবে। শরিয়ত হচ্ছে ধর্মের জাহির বা বহিরঙ্গ, বাতিন হচ্ছে ধর্মের অন্তর্লোক।

দুটি স্বত:সিদ্ধ সূত্র

হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরির (রহ.) ধর্মচিন্তা ও দর্শনকে বুঝতে হলে দুটো স্বতঃসিদ্ধ সূত্রকে প্রথমে মেনে নিতে হবে যার একটি হচ্ছে আল কুরআন, অন্যটি হচ্ছে কুরআনকে যিনি ধারণ করেছেন সেই রাসুলে পাকের (সা:) কর্ম এবং মুখনিঃসৃত বাণী। অবশ্য চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সূত্র একটাই– আল কুরআন। কেননা আল কুরআনের আমল বা বাস্তব রূপই হযরত রাসুলে পাকের (সা.) জীবন, কর্ম, চিন্তা এবং বাণী। হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ শরিয়তের বিধিবিধান পরিপূর্ণভাবে পালন করাকে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম সোপান মনে করেন। এ সোপানটি বাদ দিয়ে কেউ তরিকত, হাকিকত এবং মারেফতের দিকে এগুলে যে কোনো মুহূর্তে পথভ্রষ্ট হতে পারে। সুতরাং রাসুলে পাকের (সা:) জীবনকে আদর্শ মনে করে তাঁর নির্দেশিত হুকুম-আহকাম পালন করলেই শরিয়তের দাবি পূরণ করা হলো। কিন্তু বাকি পথগুলোর সন্ধানও আমরা আমাদের মহানবীর শিক্ষার মাঝেই পাই।

তিনি নিজেই বলেছেন তাঁকে অনসুরণ করার চারটি পথ আছে। এর প্রথমটি হচ্ছে তাঁর হুকুম (আশশরিয়াতো আকওয়ালি), দ্বিতীয় হচ্ছে তাঁর কর্ম (আততারিকাতো আফওয়ালি), তৃতীয়টি হচ্ছে তাঁর হাকিকত বা প্রেমোচ্ছ্বাস (আল হাকিকাতো আহওয়ালি) এবং চতুর্থ পথটি হচ্ছে তাঁর মারেফত বা নিগূঢ় তত্ত্ব (আল মারেফাতো আসরারি)। হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ এ হাদিসটি উদ্ধৃত করে তারপর বলেছেন– 'এ চারটি পথ পৃথক পৃথক কিছু নয়। একটির সঙ্গে আরেকটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সবগুলো মিলে একটি পথ– একটি বৃহৎ পথেরই বিভিন্ন পর্যায় বলতে পারো। পথের খোঁজ করার নাম শরিয়ত। পথের সন্ধান পেয়ে যাবার নাম তরিকত, পথে চলতে শুরু করার নাম হাকিকত এবং পথে যাঁকে খুঁজছো তাঁকে পেয়ে যাবার নাম মারেফত। এ পথের যাত্রী হতে গেলে শুধু মুসলমান হলেই চলবে না, মুমিন হতে হবে।

হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদের শিক্ষার মৌলিক বিষয় হচ্ছে এই মুমিন বা পরিপূর্ণ মানুষ হবার সাধনা। কারণ সাধনা ছাড়া মুসলমান হওয়া যায়, কিন্তু মুমিন হওয়া যায় না। হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ তাঁর এই জীবনানুভূতির আলোকে একটি নন্দনতত্ত্বের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আল্লাহ নিজে সুন্দর, তিনি নিজে কবিদের শিক্ষক। অর্থাৎ কবিরা তাঁর কাছ থেকেই লাভ করে প্রেরণা।

প্রধানতম শিক্ষা

হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহ:)-এর প্রধানতম শিক্ষা হচ্ছে মানব প্রেম অর্থাৎ বিশ্বপ্রেম। তিনি বলতেন 'ইনসান' (মানুষ) শব্দটি এসেছে 'উনস' থেকে। উন্‌স মানে প্রেম। সুতরাং প্রেম ছাড়া কোনো মানবজীবন হতে পারে না। এজন্য সব ধর্মই মানব প্রেমের কথা বলে। বলা হয় ইসলাম শান্তির ধর্ম। প্রেম ছাড়া কোনো শান্তি সম্ভব নয়। তিনি সুরা হুজুরাতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে। তারপর তাদের দলে দলে বিভক্ত করা হয়েছে। সুতরাং সব মানুষই ভাই ভাই– যদিও আপাতদৃষ্টিতে তাদের মধ্যে বৈষম্য, বিভেদ এবং ক্ষেত্রবিশেষে বৈপরীত্য রয়েছে। প্রেমের এই মূলনীতিটি বিস্মৃত হলে কোনো ধর্মই আর ধর্ম থাকে না।

গ্রন্থসূচি:

- *ইচ্ছাহীন ঘরে ইচ্ছার বসবাস এবং অন্যান্য সংলাপ*
- *নিরুদ্দেশ নদী অন্তহীন সাগর এবং অন্যান্য সংলাপ*
- *সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহ.) : ধর্মদর্শনের ভূমিকা*
- *ভ্রূণের মা মানুষের আল্লাহ এবং অন্যান্য সংলাপ* ■

স্মরণে হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহ.)

সাদিক মুহাম্মদ আলম

অস্তিত্বের রহস্য (secret of existence)

যে কোনো ধর্মের বা আধ্যাত্মিকতার অন্তরে রয়েছে তিনটি জিনিস : ভক্তি (devotion), স্তুতি (adoration) ও প্রেম (love)। আর এর কারণটি একটি খোলামেলা রহস্য (open secret)– কেননা আদিতে স্রষ্টা ছিলেন একটি গোপন ও লুক্কায়িত রহস্য এবং তিনি নিজে প্রেম দিতে চাইলেন এবং প্রেম পেতে চাইলেন, তাই তিনি সৃষ্টিকে বিকশিত করলেন যেন তার মাধ্যমে তাঁকে চেনা যায় এবং চিনে তাকে ভালোবাসা যায়। সেই যে ঐশ্বরিক প্রেম দেয়ার ও পাওয়ার যে ব্যাকুলতা সেটি প্রোথিত হয়ে আছে সৃষ্টির মধ্যে যে কারণে মানুষসহ সকল সৃষ্টিই প্রেম দিতে চায়, প্রেম পেতে চায়। এ এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা।

সৃষ্টির শুরু এবং তার বিকাশের মূলে রয়েছে প্রেম, সৃষ্টি স্থিতি নিয়ে টিকে আছে যার কারণে সেটিও হলো আকর্ষণ বা প্রেম, আবার প্রেমাস্পদকে নিজের রূপের ঝলক দেখানোর জন্য কাছে টেনে নেয়ার জন্য এই সৃষ্টিলীলার সব যে আবার গুটিয়ে নেয়া হবে– তার পেছনেও কাজ করবে সেই প্রেম। প্রেম ও ভালোবাসাই একমাত্র অদৃশ্য শক্তি যা সৃষ্টির বিকাশ, তার ধারণ এবং তার ধ্বংসের পেছনে শক্তি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে ও যাবে। যদি আমরা সৃষ্টির এই রহস্যকে বুঝি তাহলে পরের প্রশ্ন হলো– এই জগতে কোথায় সেই ঐশ্বরিক ভালোবাসা ও প্রেম সবচেয়ে নিবিড়ভাবে প্রকাশিত হয়? উত্তর হলো– একজন সম্পূর্ণ বিকশিত মানুষের (a fully awakened human being) মধ্যে। জগতের সকল বার্তাবাহক কিন্তু ছিলেন ঠিক সেই রকমের একেকজন সম্পূর্ণ বিকশিত মানুষ। আর তাঁরা তাঁদের মধুর স্পর্শের মাধ্যমে তৈরিও করে গেছেন আরো অনেক জাগ্রত, বিকশিত ও আলোকিত মানুষদের।

বার্তাবাহকদের মধ্যে যিনি প্রেমের সর্দার সেই হাবিব, সেই প্রেমিক হলেন স্রষ্টার নির্বাচিত মুহম্মদ মুস্তফা (সা.)– যিনি ঐশ্বরিক ভালোবাসায় সম্পূর্ণ হারিয়ে যাওয়া একজন আর তার রেখে যাওয়া পদচিহ্ন ধরে যে প্রেমিকেরা তৈরি হলেন, তাঁরাও একেকজন পূর্ণ বিকশিত ইনসানে কামেল।

বাংলাদেশের সৌভাগ্য যে আমাদের ভেতরে সেইরকম এক ইনসানে কামেলকে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন যিনি সুদীর্ঘ ১১২ বছর অনেকটা লুক্কায়িত অবস্থায় হলেও আমাদের জন্য সুবাস ছড়িয়ে গেছেন। তাঁর নাম হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহ.)। কে ছিলেন তিনি? একাধারে কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান ধারণকারী, একজন দ্বীন প্রচারকারী, অসংখ্য কবিতা, গজল, হামদ ও নাতের রচয়িতা, একজন সুফি সাধক, একজন প্রেমিক, একই সঙ্গে প্রায় নয়টি তরিকতে দীক্ষা পাওয়া একজন শিক্ষকসহ আরো অনেক পরিচয় রয়েছে হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদের (রহ.) (১৮৮৯-২০০১)।

সৈয়দ রশীদ আহমদের নানা ছিলেন অবিভক্ত বাংলা এবং আসামে ইসলাম ও ইলমে মারেফতের আলোয় আলোকিত করা একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ হযরত শাহ কারামত আলী জৌনপুরি (রহ.)। মায়ের দিক থেকে তিনি ছিলেন হযরত আবুবকর সিদ্দিকের বংশধর। তাঁর আব্বা গওসে পাক হযরত বড়পীর সাহেবের বংশধর। যে জীবন বাইরের চোখ দিয়ে অন্যরা দেখতে পায় সেই বাহ্যিক জীবনটি তাঁর ছিল অনেক বৈচিত্র্যে ও ঘটনার ঘনঘটায় ভরা। সে জীবনের টুকরো আলেখ্য জানা যায় অন্যদের লেখা, তাঁর মুখের জবানিতে টুকরো স্মৃতির রোমন্থনে। কিন্তু একজন মানুষের যে পরিচয় তা তো কেবল বাহ্যিক জীবনবৃত্তান্তের মাধ্যমে জানা সম্ভব নয়। মানুষের অদেখা, ভেতরের যে জীবন সেটিই বরং তার আসল জিন্দেগি। হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদের সেই জিন্দেগি এবং তাঁর দেয়ানেয়া যাঁর সঙ্গে কেবল তাঁর কাছেই তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় জানা সম্ভব। আমাদের পক্ষে সেই জিন্দেগিকে স্পর্শ করা, সম্পূর্ণভাবে জানা একেবারেই অসম্ভব। যেটুকু আমরা স্পর্শ করতে পারি– তা হলো তাঁর রেখে যাওয়া শিক্ষা, জীবন দিয়ে করে যাওয়া কর্ম।

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদের লেখা বিভিন্ন বইয়ে সৈয়দ রশীদ আহমদের জীবন ও কর্মের নানান দিক যেভাবে উঠে এসেছে তার ওপর ভিত্তি করে কিছু নির্যাস এখানে প্রকাশ করা হলো। আমরা হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরির (রহ.) পর্দার অন্তরালের যে জিন্দেগি তাতে সর্বশক্তিমানের অসীম রহমত, বরকত ও প্রেম প্রার্থনা করি। স্রষ্টা তাঁকে অতি উঁচু সম্মানের মাকাম দান করুন এবং আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দাদের মধ্যে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করুন - এই আমাদের প্রার্থনা।

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরির (রহ.) আধ্যাত্মিক দর্শন

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরির আধ্যাত্মিক দর্শনের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তিনি আধ্যাত্মিকতাকে আত্মলোকের অন্তঃসারশূন্য স্বপ্ন মনে করেন না। মানুষের আত্মা যেহেতু সৃষ্টির পরিমণ্ডলে দেহনির্ভর সেহেতু দেহ সুস্থ না হলে আত্মাও সুস্থ হতে পারে না। দেহ এবং আত্মার মধ্যে তিনি একটি অনুপম ভারসাম্যের সন্ধান করেন। দেহ যদি কামনা-বাসনার দাসত্ব করে তবে আত্মা পরমাত্মার সান্নিধ্যে পৌঁছার সাধনা করতে পারে না। তেমনি আত্মা যদি অতীন্দ্রিয় লোকে এমন কিছু অর্জন করতে চায় যা পরমাত্মার রহমতের পরিমণ্ডলে নেই, তবে তার দেহও অমঙ্গলেরই অনুগামী হবে। এ জন্যই তিনি একদিকে শরিয়তকে এবং অন্যদিকে তরিকতকে এমন গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

(এরপর পৃষ্ঠা ২)

■ **প্রধান সম্পাদক :** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ, ■ **নির্বাহী সম্পাদক :** নিশাত বদরুল ■ **অঙ্গসজ্জা :** মেটাকেভ ডেভলপমেন্ট ■ সৈয়দ রশীদ আহমদ মিশন ফাউন্ডেশনের পক্ষে সৈয়দ জুনায়েদ কে দোজা কর্তৃক ৯৪, নিউ ইস্কাটন, বাংলামটর, রমনা, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত এবং জিনিয়াস প্রিন্টার্স ৮/১ তেজকুনিপাড়া, ফার্মগেট, ইলিক্রস কলেজ রোড, তেজগাঁও, ঢাকা ১২১৫ থেকে মুদ্রিত।